Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিন সুলতানা

রোলঃ 228020320

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিন সুলতানা

রোলঃ 228020320

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবরিন সুলতানা, আইডিঃ 228020320বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

সাবরিন সুলতানা

আইডিঃ 228020320

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা : 7

সন্তান জন্ম নেওয়ার আগে দুইটা করণীয়ঃ...9

পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকারসমূহ :..10

(ক) সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পূর্ববর্তী অধিকার সমূহ :.......................11

১. সন্তানের জন্য পুণ্যবতী মায়ের ব্যবস্থা করণ:.....................................11

২. গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি, সুস্থতা ও সেবাযত্নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ:..........12

(খ) পৃথিবীতে আগমনের পরবর্তী অধিকার সমূহ:....................................13

সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা 13

সন্তান উত্তম হওয়ার দোয়া:..14

কোরআন ও হাদিসের আলোকে সন্তানের হক:.......................................16

১. জন্মের পর সন্তানের ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া 17

২. তাহনীক করা:...18

৩. সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিন মাথা মুণ্ডন করা ও চুলের ওজন পরিমাণ রুপা সদকা করা:...19

৪.সুন্দর নাম রাখা: 20

সন্তানের সুন্দর নাম রাখা:..21

যে সমস্ত নাম রাখা উত্তম:..21

৫. আক্বীক্বা :..24

৬.সুন্নতে খাৎনা করা: 24

৭.ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়ে পাঠদান করা:...25

৮.শিষ্টাচার শিক্ষা দান:...27

৯.ইবাদতে অভ্যস্ত করা:...29

১০.জীবনের নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনে লালন পালন করা:..29

১১. সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা: 31

১২.সন্তানকে সক্ষম করে তোলা:...33

১৩.মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখা:..34

১৪.হারাম খাদ্য থেকে দুরে রাখা:..35

১৫.সন্তানের পিতৃ পরিচয়ে বংশ পরিচয় নির্ধারিত হবে:...35

১৬.মিথ্যা পরিহার করা:...36

১৮.নামাজের তাগিদ করা:...36

১৯.সন্তানকে ভরণপোষণ দেওয়া:...37

২০.সন্তানের পক্ষ থেকে সদাকাহ করা:..38

২১.সন্তানদের উপযুক্ত হলে বিয়ে দেওয়া:..40

২৩. পাপকাজ, অশ্লিলতা, বেহায়াপনা, অপসংস্কৃতি থেকে বিরত রাখা:...........................41

২৩.ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কাজ থেকে বিরত রাখা:.......................................42

২৪.দ্বীনের পথে পরিচালিত করা: 43

২৬.ইসলামে শিশুদের অধিকার:...47

২৭.অধিকার ও দায়িত্বের ইসলামী কাঠামো: 47

উপসংহার:...48

তথ্য সংগ্রহ :...49

ভূমিকা :

পৃথিবীতে যত ভালোবাসা রয়েছে সকল ভালোবাসার পেছনে স্বার্থ জড়িত রয়েছে। একমাত্র নিঃস্বার্থ ভালোবাসা হলো সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালোবাসা। এ ভালোবাসার তাগিদেই প্রতিটি মানুষ তাঁর সন্তানের শান্তি, স্বস্তি ও সুখ্যাতির জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রানন্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এটাই হলো মানুষের ফিতরাত বা স্বভাব।

আর ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম, স্বভাবের ধর্ম। তাই ইসলাম চায় মানুষের এই স্বভাব ধর্মকে স্থায়ী রুপ দিতে। তার চিন্তা-চেতনাকে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সীমিত পরিসরে না রেখে আরও সম্প্রসারিত করে দুনিয়ার জগত ছেড়ে আলামে বারযাখ হয়ে আখিরাতে নিয়ে যেতে। তাই ইসলামের আবেদন হলো তুমি তোমার ও তোমার পরিবারবর্গ বিশেষত সন্তানাদিকে শুধু দুনিয়ার কষ্ট থেকে বাচাবার চিন্তা করো না। কেবল দুনিয়ার সুখ-শান্তি সমৃদ্ধির কামনা করো না। বরং কবরের আযাব থেকে কীভাবে বাঁচবে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে কীভাবে নাজাত পাবে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করো।সুসন্তান পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তির এবং পরকালে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। মহানবী (সা.) বলেছেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন থেকে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়।কিন্তু তিনটি আমল অবশিষ্ট থাকে(এ সবের পুণ্য সে মৃত্যুর পরেও প্রাপ্ত হবে।) ১. সদকায়ে জার সাওয়াব, ২. মানবের উপকৃত জ্ঞানের পুণ্য এবং ৩. নেক সন্তানের দোয়া (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩২)।

আল্লাহ আলুসি (রহ.) বলেছেন, ধনসম্পদ প্রাণরক্ষার মাধ্যম, আর সন্তান বংশরক্ষার মাধ্যম।সন্তান আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত। বৃদ্ধকালে সন্তানই হয় মাতা-পিতার আল্লাহ ছাড়া একমাত্র ভরসা।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

"হে মুমিন গন! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষান হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেস্তাগন। তারা আল্লাহ তা'য়ালা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা আদেশ করা হয় তাই করে"(সূরা তাহরীমঃ ০৬)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় মানুষ দুনিয়ার ব্যাপারে যেমন কেবল নিজে বাঁচার চিন্তা করে শেষ করে না বরং সন্তানা দিকেও বাঁচাবার চেষ্টা করে। দুনিয়ার কোন দুঃখ যেন নিজেকে, নিজের সন্তানাদিকে কোন অবস্থাতে স্পর্শ না করে সে জন্য যেমন প্রানান্তর চেষ্টা করে, ঠিক তেমনিভাবে আখিরাতের ব্যাপারে ঐ একই চেষ্টা করতে হবে। যেন কোন অবস্থাতেই তাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে না পারে। অনেক লোক দেখা যায় মাশাআল্লাহ ভাল দীনদার, নামাজি, মসজিদে প্রথম কাতারে নামাজ পড়ে। তাকবীরে উলা ধরার চেষ্টা করে, তাহাজ্জুদ, নফল, আওয়াবীন, চাশত, ইশরাক সবই পড়ে। কিন্তু দেখা গেল ছেলে নামাজ পড়ে না মেয়ে পর্দা করে না স্ত্রী শরিয়ত মোতাবেক চলে না। এতে তার কোন চিন্তা-অস্থিরতা নেই। কোন মাথা ব্যাথা নেই; বরং তারা জবাব দেয়, পরিবেশ খারাপ, যামানা খারাপ, ছেলে মেয়ে কথা শুনে না। এ ধরনের বিভিন্ন রকমের কথাই আমরা বলি। এক দু'বার আদেশ করেই মনে করি আমার দায়িত্ব শেষ। অথচ নবীদের দিকে তাকালে দেখা যায় হযরত নূহ (আ.) তার ছেলে কেলানকে নয়শ বছর একাধারে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাতেও তিনি ক্ষান্ত হননি; বরং যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসলো- "হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবার ভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দূরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবে না, যা তুমি জানো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবে না।" তখন হযরত নূহ (আ.) দাওয়াত বন্ধ করে দিলেন এবং এর পরেই সে

ধ্বংস্ব হয়ে গেল। আর আমরা এক দু'বার আদেশ করেই মনে করি আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। আসলে বিষয়টা এতো সহজ নয়। এতো সহজে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

আমরা কথায় বলি-জামানা খারাপ, পরিবেশ খারাপ, সমাজ খারাপ আসলে কোনটাই খারাপ নয়; বরং আমাদের স্বভাবই খারাপ তাই একটি সুস্থ সমাজ জাতি কে উপহার দিতে হলে একটা সুস্থ পরিবার গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। আর সুস্থ ও সভ্য পরিবার গড়ে তুলতে হলে সন্তান লালন-পালনে ইসলাম আমাদের যে হিদায়াত, যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে সে অনুযায়ী ধারাবাহিক তা'লীম-তারবিয়্যাত ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আমাদের সন্তানদের কে আদর্শ সন্তান রুপে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে এ সন্তান দ্বারা আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে। আল্লাহ'র দরবারেও আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না।

সন্তান জন্ম নেওয়ার আগে দুইটা করণীয়ঃ

১) সন্তানের জন্য ভালো একজন মা নির্বাচন করা। সন্তানের মন-মানসিকতা গঠনের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার মন-মানসিকতার ও প্রভাব থাকে। তাই ভালো সন্তান চাইলে দ্বীন দার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে শরীয়তে এর গুরুত্ব অনেক। (বুখারি শরিফের ৫০৯০ নাম্বার) হাদিসে বলা হয়েছে যে, নারিকে বিবাহ করবে চারটি জিনিস দেখে;

(১) সম্পদ দেখে

(২) বংশ দেখে

(৩) সৌন্দর্য দেখে

(৪) দ্বীনদারিত্ব দেখে।

তবে প্রথম তিনটা যদি নাও থাকে, দ্বীনদারি যদি থাকে তাহলে দ্বীনদারিকে প্রাধান্ন দিবে। যদি তুমি দ্বীনদারিকে প্রাধান্ন না দাও তাহলে তুমি ধংস্ব হও।

২) স্বামী স্ত্রী উভয় এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে দুআ পড়া-বুখারি শরিফের ১৪১ নাম্বার হাদিস, তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর কাছে যায়, যাবার পর স্বামী স্ত্রী যখন এমন সম্পর্কে আবদ্ধ হয় যে সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান আসে তখন স্বামী স্ত্রী উভয় দোয়া পড়বে-

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنْبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালার নামের সহিত আরম্ভ করিতেছি। হে আল্লাহ আমাদিগকে শয়তান হইতে দূরে সরাইয়া রাখুনএবং আমাদিগকে অদৃষ্টে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে শয়তানকে দূরে হটাইয়া দিন।

এই দু'য়া পড়ার পর যে পন্থা অবলম্বনে সন্তান দুনিয়াতে আসে, ঐ পন্থা অবলম্বনের পর যদি সন্তান দুনিয়াতে আসে নবীজী বলেন- তাকে শয়তান ক্ষতি করতে পারবে না।

পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকারসমূহ :

সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদী। মাতৃগর্ভে সন্তানের সঞ্চারণ শুরু হবার সময় হ'তে বড় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। এজন্য ইসলাম দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহন ও দৈহিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিকেই বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছে। পিতার নিকট হ'তে প্রাপ্ত সন্তানের অধিকারগুলোকে আমরা দু'পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি

(ক) সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পূর্ববর্তী অধিকার।

(খ) সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পরবর্তী অধিকার।

(ক) সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পূর্ববর্তী অধিকার সমূহ :

১. সন্তানের জন্য পুণ্যবতী মায়ের ব্যবস্থা করণ:

ইসলাম শুধু যে জন্মের পর থেকেই শিশুদের প্রতি গুরুত্ব দেয় তা নয়।বরং সন্তান তার পিতার ঔরসে বা মায়ের গর্ভে তার আকৃতি সৃষ্টি হবার পূর্ব থেকেই তার প্রতি গুরুত্বারোপ প্রদান করেছে। পুরুষদের প্রতি বিবাহ সম্পর্কে ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে যে, প্রস্তাবিত মহিলা যেন আল্লাহ ভীরু হয়।রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিবাহের ক্ষেত্রে বংশ, সম্পদ, সৌন্দর্য ও আল্লাহ ভীরুতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يداك.
'মহিলাদেরকে চারটি গুণের অধিকারিণী দেখে যেনো বিবাহ করা হয়।

(ক) তার ধন-সম্পদ।
(খ) বংশমর্যাদা
(গ) তার সৌন্দর্য ও
(ঘ) তার ধর্মপরায়ণতা।

তোমরা দ্বীনদার মহিলাকে বিয়ে করে ধন্য হও, অন্যথা তোমার উভয় হাত ধুলায় ধূসরিত হবে'। (অর্থাৎ তুমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে)।বিবাহ করার সময় মহিলার রূপ বা সম্পদই যেন সবকিছু বলে বিবেচিত না হয়। বরং এর যে কোন একটির সাথে ধর্মপরায়ণতার গুণটি অবশ্যই যুক্ত হ'তে হবে।

মহিলা যেন ভদ্র পরিবারের সদস্যা হন। কারণ তার সন্তানেরা তার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।ওমর (রাঃ) জনৈক পুত্র কর্তৃক সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'পিতার দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি যেন সন্তানের মাতা নির্বাচনে ভুল না করেন'। ভাল সন্তানের জন্যে সতী-সাধ্বী মা হওয়া শর্ত। আর এ শর্তটি পিতা পূরণ করে সন্তানের হক আদায়ে সচেষ্ট হবেন।

২. গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি, সুস্থতা ও সেবাযত্নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ:

শিশু সুস্থ ও শক্তি-সামর্থ্যবান হওয়া প্রতিটি পরিবারের কাম্য। এজন্য গর্ভবতী মায়ের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে পিতাকে। গর্ভবতী মায়ের প্রতি পিতার যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্যই গর্ভস্থ সন্তানের অধিকার। এই দায়িত্ব পিতা নিষ্ঠার সাথে পালন করলে সম্পূর্ণ সুস্থভাবে শিশু জন্মলাভ করার যথার্থ অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি হবে।
সাধারণ অবস্থার চেয়ে গর্ভকালীন সময়ে মায়ের পুষ্টিকর খাদ্যের বেশী প্রয়োজন হয়। মা সুস্থ সবল না থাকলে, সুস্থ সবল সন্তান জন্ম দিতে পারে না। কাজেই যে সমস্ত খাদ্যে বেশী পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে, সেরূপ খাদ্য সরবরাহ করতে পিতা সদা সচেষ্ট থাকবেন।

মায়ের দৈহিক পরিশ্রম লাঘবের জন্যে পিতাকে গৃহস্থালী কাজে সহায়তা করতে হবে।সন্তানের মঙ্গলার্থেই গর্ভধারিণী মাতার স্বাস্থ্য রক্ষা, সুস্থ দেহ, মন-মানসিকতা গঠন ও পবিত্র রাখা এবং হালাল খাদ্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা পিতার দায়িত্ব। সর্বোপরি সর্বাঙ্গীন সুন্দর সন্তান প্রাপ্তির আশায় মাকে পুষ্টিকর উপাদেয় খাবার যোগান দেওয়া, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা করা এবং ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত পুস্তকাদি সরবরাহ করা

পিতার কর্তব্য।একজন অনাগত সন্তান সুস্থ ও সুন্দর ভাবে পৃথিবীতে আসার জন্য এ সমস্ত বিষয় একজন আদর্শ পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(খ) পৃথিবীতে আগমনের পরবর্তী অধিকার সমূহ:

শিশুরা হচ্ছে জীবনের কিশলয়, আশার ফসল, মানুষের চোখ জুড়ানো ধন, উম্মাহর প্রস্ফুটিত ফুল, মানবতার ভবিষ্যত, সত্যিকার প্রভাতের উদয়, ঝলমলে আগামী দিন, গৌরব ময় অতীতের প্রত্যাবর্তন এবং উম্মাহর কীর্তিমান মর্যাদার শাসন সংরক্ষিত রাখার একটি মাধ্যম।সন্তান মানুষের ইপ্সিত আশার প্রতীক। তাই সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরেই কতগুলি মৌলিক দায়িত্ব পিতাকে পালন করতে হয়।এই গুরু দায়িত্ব হ'তে অমনোযোগী হ'লে তাকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

সন্তানকে যথাযথভাবে প্রতিপালন করা ও তাদের নৈতিকতার উন্নয়নে পিতা যত্নবান না হ'লে অথবা অর্পিত দায়িত্ব পালন না করলে সন্তানের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠে দুর্বিসহ। কাজেই একজন পিতা সন্তানের সঙ্গে বৈরী মনোভাব পরিহার করে বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন। সর্বদা সন্তানের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করবেন, আদর ও স্নেহ করবেন এবং প্রয়োজনে নছীহত করবেন।

সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান তার দুই আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা মারে[সহীহ বুখারী ৩২৮৬]

সন্তান উত্তম হওয়ার দোয়া:

আদর্শ, সৎ-নিষ্ঠাবান ও
উত্তম সন্তানের প্রত্যাশা সবার থাকে। তাই মা-বাবারও উচিত এমন সন্তানের জন্য দোয়া করা।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নেককার সন্তান দিন। [সুরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১০০]

- **সন্তান জন্মের পর দোয়া:**

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী হাসান এবং হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ)-এর জন্য দু'আ পড়ে পানাহ চাইতে

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

উচ্চারণ: উ'ইযুকুমা বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিওঁয়া হা-ম্মাহ, ওয়ামিন কুল্লি আইনিল্লা-ম্মাহ্

অর্থ: "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।" [সহীহ বুখারী ৩৩৭১]

দ্বীনদারিতে যত্নবান হওয়ার দোয়া:

সন্তান যেন দ্বীনদার হয় এবং উদাসীন না হয় সে জন্য দোয়া করতে হবেপবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء

উচ্চারণ : রাব্বিজ আলনি মুকিমাস সালাতি ওয়ামিন জুররিয়্যাতি, রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুয়া।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামাজ আদায়কারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল করুন। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ৪০]

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

তিন প্রকারের দুআ অবশ্যই মঞ্জুর করা হয়, তাতে কোন রকম সন্দেহ নেই। নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের প্রতি বাবার বদ-দুআ। [সুনান আত তিরমিজী ১৯০৫]

কোরআন ও হাদিসের আলোকে সন্তানের হক:

সন্তান মহান আল্লাহর সর্ব শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে যত নেয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে দামি নেয়ামত সন্তান। সন্তান দুনিয়াতে আসার মাধ্যম হলো বাবা-মা। বাবা-মার খেদমত, ও সম্মান সন্তানের যেমন কর্তব্য তেমনি মাতা-পিতারও সন্তানের হকসমূহ আদায় করা কর্তব্য।আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বলেন, হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর, সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয়ের ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তার অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে যার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়। (সুরা তাহরিম ৬)

সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করা বাবা-মার দায়িত্ব। সন্তানকে দীন শিক্ষা না দিলে বাবা-মারই ক্ষতি। মৃত্যুর পর তারা কবরেও সন্তানের গুনাহের জন্য শাস্তি পেতে থাকবে। তাই সন্তানকে এমন শিক্ষা দিতে হবে, যেন মৃত্যুর পর তার ভালো কাজগুলোর জন্য মা-বাবাও সওয়াবের ভাগীদার হয়। সেজন্য তাদের উপর সন্তানের কী কী হক ও দায়দায়িত্ব রয়েছে ও সন্তানের সাথে তাদের আচার ব্যবহার কেমন হতে হবে।আর তাদের দীনি তারবিয়াত কীভাবে করতে হবে মূলত তাদেরকে দীনি তারবিয়াত তথা লালন পালন, আদবকায়দা শিক্ষা দেয়া পিতামাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। যে মা-বাবা সন্তানের দীনি তারবিয়াতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবেন তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়জগতে কামিয়াব হবেন। আর যে মা-বাবা সন্তানের দীনি তারবিয়াত করবেন না তারা পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন। বাবা-মা ভালো আমলওয়ালা হলেও সন্তানের কারণে পরকালে জাহান্নামে যেতে হতে পারে।তাই তাদের হকগুলো জানা জরুরি।

জন্মের পর সন্তানের কি কি হক রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. জন্মের পর সন্তানের ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া

সন্তান দুনিয়াতে আসার পর গোসল দিয়ে পরিষ্কার করে তার ডান কানে আজান দেয়া, তা ছেলে হোক বা মেয়ে হোকএটি পিতামাতার উপর এজন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমাহ (রা.) যখন আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান (রা.)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কানে সালাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ ৫১০৫)

ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিতে হয়। এই আযান ও ইকামতের মাধ্যমে মূলত তার অন্তরে তাওহীদের বীজ বপন করা হয়। আর এ কথা জেনে রাখা দরকার যে, এই আযান ইকামত দেওয়ার জন্য কোন পুরুষের দরকার হয় না।যদি সন্তানের মা সুস্থ থাকে তাহলে তিনি দিবেন, না হলে যে সমস্ত মহিলারা ধাত্রী হিসেবে আশেপাশে থাকেন তারা দেবেন। এটা তাদের দায়িত্ব। জন্মের শুরুতে যখন এইভাবে তাওহীদের বীজ বপন করে দেওয়া হয় তখন এর প্রভাব তার উপর পড়ে এবং আল্লাহর মেহের বাণীতে তার ঈমান নসিব হয়।

২. তাহনীক করা:

ইমাম নববি রহ. বলেন,

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে খেজুর দিয়ে তাহনিক করা সুন্নত। অর্থাৎ খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখের তালুতে আলতোভাবে মালিশ করা এবং তার মুখ খুলে দেওয়া, যাতে তার পেটে এর কিছু অংশ প্রবেশ করে। তিনি বলেন, কতক আলেম বলেছেন, খেজুর সম্ভব না হলে অন্য কোনো মিষ্টি দ্রব্য দিয়ে তাহনিক করা যেতে পারে।তিনি আরো বলেন, সবার নিকটই তাহনিক করা মুস্তাহাব, আমার জানা মতে এ ব্যাপারে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন নি।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু তালহা ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি বলেন, তোমার সঙ্গে কি খেজুর আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর চিবালেন অতঃপর তা বের করে বাচ্চার মুখে দিলেন বাচ্চাটি জিব্বা দিয়ে চুসে ও ঠোটে লেগে থাকা অংশ চেটে খেতে লাগল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে বলেন, দেখ, আনসারদের খেজুর কত প্রিয়।

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

আমার এক সন্তানের জন্ম হলে, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন ইবরাহিম। অতঃপর খেজুর দিয়ে তাহনিক করেন, তার জন্য বরকতের দো'আ করেন এবং আমার কাছে ফিরিয়ে দেন। এটা আবু মুসার বড় সন্তানের ঘটনা।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহনিয়া করানো:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ زَادَ يُوسُفُ وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبَرَكَةِ

আয়িশাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বাচ্চাদেরকে আনা হলে তিনি তাদের জন্য বরকতের দুআ করতেন। ইউসুফের বর্ণনায় রয়েছেঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। (আবু দাউদ ৫১০৬)

৩. সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিন মাথা মুণ্ডন করা ও চুলের ওজন পরিমাণ রুপা সদকা করা:

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম দিন হাসান ও হুসাইনের চুল কাটার নির্দেশ দেন এবং চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা করেন।ছেলে কিংবা মেয়ে হোক জন্মের সপ্তম দিন চুল কাটা সুন্নত। সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক সন্তান তার আকিকার বিনিময়ে বন্ধক হিসেবে রক্ষিত অতএব, সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে আকিকা কর, তার চুল কাটা ও তার নাম রাখ। [1]

নবজাতকের চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা করা সুন্নত। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হাসানের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে ফাতেমা, তার মাথা মুণ্ডন কর ও তার চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা কর। [2]

হাফেয ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

সব বর্ণনাতে রৌপ্যের কথাই এসেছে। (তালখিসুল হাবির) হ্যাঁ, অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনাতে রৌপ্য বা স্বর্ণ সদকার কথাও বলা হয়েছে

[1] আহমদ, তিরমিযী। সহীহ সূত্রে [2] তিরমিজি

৪.সুন্দর নাম রাখা:

শিশুর জন্মের পর তার জন্য একটি সুন্দর ইসলামী নাম রাখা প্রত্যেক মুসলিম পিতা-মাতার কর্তব্য। ব্যক্তির নাম তার স্বভাব চরিত্রের উপর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে বর্ণিত আছে।নাম রাখার ক্ষেত্রে ছেলেদের নামের বেলায় আল্লাহর গুনবাচক নাম সংযুক্ত করে রাখবে। যেমনঃ আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, এরপর নবী, সাহাবী, তাবিঈ, ওলী-বুযুর্গদের প্রাধান্য দেবে। এগুলো থেকে নাম যদি না রাখে। তবে এমন নাম রাখবে যার অর্থ সুন্দর ও ভালো হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে নবীদের স্ত্রী, মহিলা সাহাবিদের নাম খুজবে। পছন্দমতো পাওয়া না গেলে এমন নাম রাখবে যার অর্থ ভালো হয়।

শাইখ বকর আবু যায়েদ বলেন,

"ঘটনাক্রমে দেখা যায় ব্যক্তির নামের সাথে তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের মিল থাকে।এটাই আল্লাহর তা'আলার হেকমতের দাবী। যে ব্যক্তির নামের অর্থে

চপলতা রয়েছে তার চরিত্রেও চপলতা পাওয়া যায়। যার নামের মধ্যে গাম্ভীর্যতা আছে তার চরিত্রে গাম্ভীর্যতা পাওয়া যায়। খারাপ নামের অধিকারী লোকের চরিত্রও খারাপ হয়ে থাকে। ভাল নামের অধিকারী ব্যক্তির চরিত্রও ভাল হয়ে থাকে।" [1]

সন্তানের সুন্দর নাম রাখা:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

আবূ দারদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে, তোমাদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো। (আবু দাউদ ৪৯৪৮)

যে সমস্ত নাম রাখা উত্তম:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

ইবনু উমার (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহামহিম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রাহমান। (আবু দাউদ ৪৯৪৯)

عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ

আবূ ওয়াহব আল-জিশামী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা নবী-রাসূলগণের নামে নামকরণ করো। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রাহমান। নামের মাঝে হারিস ও হাম্মাম হলো বিশ্বস্ত নাম এবং হারব ও মুররাহ হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম। (আবু দাউদ ৪৯৫০)

যে সকল নাম রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ.

সামুরাহ ইবনু জুনদাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চারটি নাম রাখতে নিষেধ করেছেন: আফলাহ, রাবাহ, ইয়াসার ও নাফি। (মুসলিম ২১৩৬)
নবজাতকের নাম রাখার সময়কালের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনটি বর্ণনা রয়েছে। শিশুর জন্মের পরপরই তার নাম রাখা

শিশুর জন্মের তৃতীয় দিন তার নাম রাখা। শিশুর জন্মের সপ্তম দিন তার নাম রাখা।এর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম এ বিষয়ে মুসলিমদেরকে অবকাশ দিয়েছে। যে কোনোটির উপর আমল করা যেতে পারে।[2]
এমনকি কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো নবীর নাম তাঁদের জন্মের পূর্বে রেখেছেন মর্মে উল্লেখ আছে।[3]

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন –

"তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে- আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) ও আব্দুর রহমান (রহমানের বান্দা)।" [4]

এ নামদ্বয় আল্লাহর প্রিয় হওয়ার কারণ হল- এ নামদ্বয়ে আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহর সবচেয়ে সুন্দর দুটি নাম এ নামদ্বয়ের সাথে সম্বন্ধিত আছে।একই কারণে আল্লাহর অন্যান্য নামের সাথে আরবী 'আব্দ' (বান্দা বা দাস) শব্দটিকে
সমন্বিত করে নাম রাখাও উত্তম।[5]
হাদিসে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"তোমরা আমার নামে নাম রাখ আমার কুনিয়াতে (উপনামে) কুনিয়ত রেখো না।" [6]

[1]. বকর আবু যায়দ, তাসমিয়াতুল মাওলুদ, পৃষ্ঠা-
১/১০ ও ইবনুল কাইয়্যেম, তুহফাতুল মাওদুদ,

পৃষ্ঠা-১/১২১[2]. বকর আবু যায়দ, তাসমিয়াতুল মাওলুদ, পৃষ্ঠা- ১/১০। [3]. সূরা আলে ইমরানে ৩৯ নং আয়াতে ইয়াহইয়া (আঃ) এর জন্মের পূর্বেই তাঁর নাম উল্লেখ করে আল্লাহ তাঁর জন্মের সুসংবাদ দিয়েছেন[4]. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ৩৯৭৫। [5]. হাশিয়াতু ইবনে আবেদিন, পৃষ্ঠা- ৫/২৬৮ [6]. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৮৩৭;

শাইখ আলবানীহাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

৫. আক্বীক্বা :

নবজাত শিশুর মাথার চুল অথবা সপ্তম দিনে নবজাতকের চুল ফেলার সময় যবেহকৃত বকরীকে আক্বীক্বা বলা হয়। শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করা উত্তম।এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'প্রতিটি শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করবে, মাথার চুল মুন্ডন করবে এবং নাম রাখবে'।

নবজাতক পুত্র সন্তান হ'লে দু'টি ছাগল এবং কন্যা হ'লে একটি ছাগল আক্বীক্বা হিসাবে প্রদান করতে হবে। উম্মে কুরস্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'সন্তান ছেলে হ'লে দু'টি ছাগল আর মেয়ে হ'লে একটি ছাগল আক্বীক্বা করবে'।ছেলের পক্ষ থেকে প্রতিদান, হিসেবে দু'টি বকরি ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা করা সুন্নত। জন্মের সপ্তম দিন, সম্ভব না হলে ১৪তম দিন বা ২১তম দিন আকিকা করা সুন্নত। বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, সপ্তম দিন অথবা চতুর্দশ দিন অথবা একুশতম দিন আকিকা কর।

৬.সুন্নতে খাৎনা করা:

সন্তানের পিতার নিকট আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, তিনি যথাসময়ে তার খাৎনা করাবেন। পুত্র সন্তানের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের বাড়তি চামড়া কেটে ফেলাকে খাৎনা বলে। খাৎনা করা একটি উত্তম পন্থা ও ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত কাজ।ছেলেদের খাতনা করানো একটি অন্যতম সুন্নাত। হযরত জাবির রা. বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সপ্তম দিবসে আকিকা আর খাতনা করিয়েছেন। (আল-মুজামুল আওসাত ৬৭০৮)

সন্তানের খাতনা করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ" الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ." ِ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের স্বভাবগত বিষয় হলো পাঁচটিঃ খাতনা করা, নাভির নীচের পশম কামানো, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, গোঁফ ছাঁটা এবং (অতিরিক্ত) নখ কাটা। (সহিহ বুখারি ৫৮৮৯, আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৪৭)

৭.ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়ে পাঠদান করা:

কুরআন শিক্ষা দেয়া। ছোট বেলা থেকেই সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিতে হবে।কেননা কুরআন শিক্ষা করা ফরয।হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন তোমরা তোমাদের সন্তানদের তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও। তন্মধ্যে রয়েছে তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা ও কুরআনের জ্ঞান দাও।নামাজ শেখানো। হযরত আমর ইবনে শুয়াইব রা. তার বাবা তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাজের নির্দেশ দাও সাত বছর বয়সে। আর দশ বছর বয়সে সলাতের জন্য মৃদু প্রহার কর এবং শোয়ার স্থানে ভিন্নতা আনো। (সুনান আবু দাউদ ৪৯৫)।

আল্লামা আবু হেলাল আসকারি বলেন, শিশুর জ্ঞান-বুদ্ধি হলে প্রথমে তার কাছে আল্লাহর পরিচয় দিতে হবে। তারপর অলংকার শাস্ত্র ও কোরআন

শিক্ষা দিতে হবে।কোরআনের মাধ্যমে সে রাসুলকে চিনবে এবং রাসুলের মাধ্যমে আল্লাহকে চিনবে (কিতাবুস সানায়াতাইন)।
পিতার অর্থ-সম্পদ ও মায়ের তত্ত্বাবধান উভয়ের মাধ্যমেই সন্তান হতে পারে সুশিক্ষিত ও আদর্শবান। ই রাবিয়াতুর রায়ের মাতা স্বামীর রেখে যাওয়া ৮০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে স্বীয় পুত্রকে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হজরত হজরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর মাতা স্বীয় পুত্রকে ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বাগদাদে প্রেরণের কাহিনি সর্বজনবিদিত।

আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে সন্তানদের আচরণ শিক্ষা দেয়া পিতামাতার উপর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত লুকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে বললেন, 'আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর জমিনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সব চাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ। (সুরা লুকমান
১৮,১৯)।

সন্তানকে দীনি ইলম শিক্ষা দেয়া ফরজ করা হয়েছে। কারণ দীনি ইলম না জানা থাকলে সে বিভ্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ। (ইবন মাজাহ ২২৪)

সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ " .

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তাআলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তাআলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্ তাআলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। (তিরমিজি ২৫১৬)

৮.শিষ্টাচার শিক্ষা দান:

সন্তানকে নম্রতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া মাতা-পিতার প্রধান দায়িত্ব। মহানবী (সা.) বলেছেন, পিতা স্বীয় সন্তানকে শিষ্টাচার অপেক্ষা উত্তম কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। (তিরমিজি, মিশকাত পৃষ্ঠা-৪২৩)

বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে মাতা-পিতাকেই। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং

বড়দের সম্মান করে না, সে আমার প্রকৃত উম্মত নয়। (তিরমিজি, মিশকাত পৃষ্ঠা-৪২৩)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করো এবং তাদের আচার ব্যবহার সুন্দর করো। (তারগিব ও তারহিব)

সন্তানকে আদর স্নেহ ও ভালবাসা দেয়া। সন্তানদেরকে স্নেহ করা। তাদেরকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে হবে। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চুম্বন দিলেন। সে সময় আকরা ইবনে হাবিস রাদিয়াল্লাহু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আমিতো কখনো আমার সন্তানদেরকে আদর স্নেহ করিনি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে অন্যের প্রতি রহম করে না আল্লাহও তার প্রতি রহম করেন না। (বুখারি ৫৯৯৭)।

মাতা-পিতাকে নিজেদের আচার ব্যবহার, চাল-চলন,কথা-বার্তা ইত্যাদির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে কারণ, শিশুর জন্য মাতৃক্রোড় পাঠশালাতুল্যসে মাতা-পিতার অনেক কিছু অনুকরণ ও অনুসরণ করেসন্তানের সঙ্গে রাগ করা, চেঁচামেচি করা, গালমন্দ করা ইত্যাদি বৈধ নয়। মহানবী (সা.) বালক আবদুল্লাহর সঙ্গে খানা খাওয়ার সময় শিক্ষা দিয়েছেন, হে বালক! বিসমিল্লাহ পড়ো, কাছের থেকে খাও এবং ডান হাতে খাও।

৯.ইবাদতে অভ্যস্ত করা:

মাতা-পিতার অন্যতম দায়িত্ব হলো সন্তানকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাজ, রোজা, কোরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি ইবাদতে অভ্যস্ত করা। তাছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, অপরকে সালাম দেওয়া এবং সুন্নত তরিকা মোতাবেক চলার প্রশিক্ষণ দেওয়ামহানবী (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হয়, ত নামাজ পড়ার তাগিদ দাও এবং যখন ১০ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন নামাজ পড়ার জন্য শাসন করো। আর তখন তাদের বিছানা পথক করে দাও।
(আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা-৫৮)।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'নিজের পরিবার-পরিজনকে নামাজের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচলিত থাকো...।' (সুরা ত্বহা, আয়াত : ১৩২)

১০.জীবনের নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনে লালন পালন করা:

পিতা হৃদয় নিংড়ানো ঐকান্তিক দরদ, ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার কোমল পরশে সন্তানকে লালন-পালন করবেন।আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের (সন্তান ও জননীর) ভরণ-পোষণের ভার পিতার উপরই ন্যস্ত' (বাক্বারাহ ২/২৩৩)।
পিতার নিকট হ'তে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপকরণ সন্তানের প্রাপ্য অধিকার।সন্তানের এ সমস্ত প্রয়োজন পূরণে পিতা অমনোযোগী হ'লে অবশ্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।

সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা, চিকিৎসা, রোগমুক্ত রাখা, স্বাস্থ্যবান রূপে গড়ে তোলা এবং জীবনের উন্নতি ও বিকাশকল্পে পিতাকে যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে।
সন্তানদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত লালন-পালন করতে হবে এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করতে হবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ قَالَ: نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আবূ
সালামার সন্তানদের জন্য আমি যদি খরচ করি এতে কি আমার জন্য প্রতিদান রয়েছে? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ যতদিন তুমি খরচ করবে ততদিন তোমার জন্য প্রতিদান থাকবে। [সহীহ বুখারী: ৫৩৬৯]।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।জন্ম হবার পর সাধারণতঃ প্রথম ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত শিশুরা মায়ের বুকের দুধের উপর নির্ভরশীল থাকে।এ সময় পিতাকে মায়ের খাদ্যের প্রতি সুদৃষ্টি দিতে হবে।ছয় মাস পার হ'লে মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুর উপযোগী অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন। এভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে খিচুড়ি, ভাত, রুটি ও অন্যান্য খাদ্যের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যেন টাটকা শাক-সবজি থাকে সেদিকেও পিতাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এছাড়াও আয়োডিনযুক্ত লবণ ও বিশুদ্ধ পানির যোগান দিতে হবে।এতে খাদ্যের মৌলিক ছয়টি গুণ সংগৃহীত হবে। আর এর দ্বারা শরীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণ নিশ্চিত হবার সাথে সাথে রোগ-ব্যাধির প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

হাদীছে নিজ পরিবারের জন্য ছওয়াবের আশায় ব্যয় করার ফলস্বরূপ একটি 'ছাদাক্বা' রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে'।

অন্য হাদীছে রাসূল (সা.) 'সর্বোত্তম ব্যয় হচ্ছে ঐ অর্থ (দিনার) যা কোন ব্যক্তি ব্যয় করে নিজের
পরিবার-পরিজনের জন্য।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত
তিনি বলেছেনঃ

সাওয়াবের আশায় কোন মুসলিম যখন তার পরিববার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তা তার সাদাকায় পরিগণিত হয়[সহীহ বুখারী ৫৩৫১]

১১. সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা:

নিজের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করা মা-বাবার ওপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এটি ইসলামের অনন্য বিধানও।প্রত্যেক মা-বাবা যেমন কামনা করেন তার সন্তানরা সবাই যেন তার সঙ্গে ভালো আচরণ করে, অনুরূপভাবে সন্তানরাও চায় তাদের মা-বাবা তাদের সবার সঙ্গেই ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখবেন, তাদেরকে বৈষম্যের শিকার করবেন না। কেননা অসম আচরণে সন্তানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে, তখন সন্তানদের একে অন্যের প্রতি দুঃখ, ভালোবাসার স্থলে ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব স্থান পায়। পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিবাদ ও অনৈক্যতাই সর্বদা মা-বাবাকে সন্তানের মধ্যে আচরণে সমতা রক্ষা করে চলতে হবে। নোমান ইবনে বশির (রা.) বলেন,

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমান আচরণ করো; তোমাদের সন্তানদের সঙ্গে ইনসাফ করো। [আবু দাউদ, হাদিস: ৩৫৪৪]।

সন্তানদের মধ্যে দান-দক্ষিনায় কাউকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"তোমার সন্তানেরা তোমার সাথে সমান সদাচরণ করুক তা কি তোমাকে আনন্দিত করবে না”? [ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৩৭৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৪২]।

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ أَعْطَانِيْ أَبِيْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّيْ أَعْطَيْتُ ابْنِيْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِيْ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ ُوَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَه.
আমির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নুমান ইবনু বাশীর (রা.) কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর। (বুখারী ২৫৮৭)।

১২.সন্তানকে সক্ষম করে তোলা:

সন্তানদেরকে এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে তোলা, তারা যেন উপার্জন করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لاَ فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

সাদ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য আসতেন। একদা আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছে গেছে আর আমি সম্পদশালী। একমাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার উত্তরাধিকারী নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার নিবেদন করলাম, তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদেরকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি

লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের হতে পিছনে থেকে যাব? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক ‘আমল করতে থাক, তাহলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তাছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সাদ ইবনু খাওলার জন্য (এ বলে) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কা্য় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। (বুখারী ১২৯৫)।

১৩.মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখা:

শৈশবকাল থেকেই বাচ্চাদেরকে ভাল পরিবেশে রাখতে হবে। মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে হবে।অসৎ বন্ধু-বান্ধবদের সাহচর্য থেকে বিরত রাখতে হবে। প্রবাদ রয়েছে- সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। এছাড়া ঘরের মধ্যে আমল জারী রাখতে হবে। এভাবে বাদ মাগরিব কিছু তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। চব্বিশ ঘন্টার যে কোন এক সময় অন্তত একবার কিতাবের তা'লীম করতে হবে।এ ব্যাপারে হযরত শায়খ যাকারিয়া (রহ.) রচিত ফাযায়েলে আমল বা ফাযায়েলে সাদাকাত, মুন্তাখাব হাদিস বা হায়াতুস সাহাবা থেকে কিছু কিছু পড়ে ঘড়ের লোকদেরকে শুনাবে এবং বাচ্চাদেরকে কাছে রাখবে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যদি আমরা আমাদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে তারা আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে উঠবে এবং আমাদের নাজাতের ওসীলা হবে। সন্তানও জাহান্নাম থেকে বাচবে আমরাও পরকালে নাজাত পাবো। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।(আমিন!)

১৪.হারাম খাদ্য থেকে দুরে রাখা:

সন্তানের লালন-পালনে জরুরী বিষয় হলো বাচ্চাকে হারাম খাবার হতে দূরে রাখা।
বুখারি শরিফের ১৪৯১ নাম্বার হাদিসে বর্ণিত আছে, হাসান ইবনে আলী রাসূলের (দৌহিত্র) একবার সদকার খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন; থু! থু! ফেলে দাও। তুমি জানোনা আমরা সদকা খাইনা!

১৫.সন্তানের পিতৃ পরিচয়ে বংশ পরিচয় নির্ধারিত হবে:

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো। এটি আল্লাহর কাছে বেশী ন্যায়সংগত কথা। আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু। না জেনে যে কথা তোমরা বলো সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তোমরা অন্তরে যে সংকল্প করো সেজন্য অবশ্যই পাকড়াও হবে। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময়। (সুরা আহযাব ৫)

১৬.মিথ্যা পরিহার করা:

শিশুদের সাথে কখনো মিথ্যা বলা যাবে না। হাসি-কৌতুক করে রসিকতা করেও কখনো মিথ্যা বলা যাবে না।এমনকি মিথ্যা কথা বলে বাচ্চাদের কান্না-কাটিও থামানো যাবে না। একদিন এক মহিলা সাহাবি একটা বাচ্চাকে ডাক দিলেন 'এদিকে আসো তোমাকে কিছু দিবো' রাসূল (সাঃ) মহিলাকে বললেন তুমি কি আসলেই তাকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছা করেছিল, না তাকে কাছে আনার জন্য লোভদেখাচ্ছিলে? ঐ মহিলা বললো 'জি হ্যা ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে আসলে আমি তাকে একটি খেজুর দিতাম। রাসূল (সাঃ) বললেন যদি এমন না হতো তাহলে তোমার আমলনামায় একটা মিথ্যা বলার কবীরা গুনাহ লেখা হতো। আবু দাউদ ২য় খন্ড পৃঃ১৪১

সুতরাং বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা ছেড়ে দিতে হবে।

১৭.খাওয়ার আদব শেখানো:

বাচ্চা যখন থেকে খাওয়া-দাওয়া শুরু করবে, তখন তাকে হাতে ধরে ধরে খাওয়াবে। খাওয়ার আদব শেখাবে- ডান হাতে খাবে, বাম হাতে খাবে না। কেন না শয়তান বাম হাতে খায়বিসমিল্লাহ বলে খাবে, আলহামদুলিল্লাহ বলে শেষ করবে।

১৮.নামাজের তাগিদ করা:

সাতবছর হতেই সন্তানদেরকে ওযু-গোসল, তায়াম্মুম ও নামাজের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নামায যদিও পূর্নাঙ্গ ফরজ পনের বছরে হয়, কিন্তু আগেই এর

অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে বাচ্চারা সময় মতো নামায পড়বে না এবং নামাযের প্রতি আগ্রহী ও হবে না।

বাচ্চাদের নামাযের হুকুম সম্পর্কে হাদিসে বর্নিত রয়েছে-

"আমর ইবনে শুআইব তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন; তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের হুকুম দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর হ। দশ বছর হলে (নামায না পড়লে) বেত্রাঘাত করো। এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।”
(আবু দাউদ ৪৯৪১)

১৯.সন্তানকে ভরণপোষণ দেওয়া:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত

তিনি বলেছেনঃ

সাওয়াবের আশায় কোন মুসলিম যখন তার পরিববার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তা তার সাদাকায় পরিগণিত হ। [সহীহ বুখারী ৫৩৫১]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. قَالَ " نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِم". ْ

উম্মু সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সালামাহর সন্তানদের জন্য ব্যয় করলে তাতে আমার

কোন সাওয়াব হবে কি? আমি তাদের এ (অভাবী) অবস্থায় ত্যাগ করতে পারি না। তারা তো আমারই সন্তান। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য যা খরচ করবে তাতে তোমার সাওয়াব আছে। (বুখারী ৫৩৬৯)

২০.সন্তানের পক্ষ থেকে সদাকাহ করা:

সন্তান স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত তাদের যাবতীয় খরচ মা-বাবাকে বহন করতে হয়। এটা সন্তানের অধিকার।

মহান আল্লাহ বলেন, '...আর জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব হলো ন্যায়সংগতভাবে প্রসূতি মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা...।'

(সুরা: বাকারা, আয়াত: ২৩৩)

রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমার পরিবারেরও তোমার প্রতি অধিকার আছে। অতএব প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দাও।' (বুখারি, হাদিস : ১৯৬৮)। রাসুল (সা.) আরো বলেন, 'আর তুমি সাধ্যমতো তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করো।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২২১২৮)

খরচের ক্ষেত্রে প্রাধান্য কে পাবে, এ বিষয়ে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'প্রথমে তাদের দেবে, যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত। ' (বুখারি, হাদিস : ১৪২৬)

আবু সুফিয়ান (রা.) তাঁর সন্তানদের প্রতি খরচ করতে কার্পণ্য করলে তাঁর স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা রাসুল (সা.)-কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আবু

সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমাকে এত পরিমাণ খরচ দেন না, যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে যতক্ষণ না আমি তাঁর অজান্তে সম্পদ থেকে কিছু নিই।তখন তিনি বলেন, তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য ন্যায়সংগতভাবে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পারো।'

(বুখারি, হাদিস : ৫৩৬৪)

তা ছাড়া সন্তানের প্রতি খরচ করলে সেটি সদকা হিসেবে গণ্য হবে। এর জন্যও মহান আল্লাহর কাছে সওয়াব পাওয়া যাবে। রাসুল (সা.) বলেন, 'মানুষ নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য পুণ্যের আশায় যখন ব্যয় করে। তখন সেটা তার জন্য সদকা হয়ে যায়।'

(বুখারি, হাদিস : ৫৫)

তবে সন্তানকে অর্থ দেওয়ার পর পিতা-মাতাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে সন্তান সেই অর্থ কোন পথে ব্যয় করছে। দেখা যায়, সন্তানের কাছে বেশি অর্থ থাকার কারণে অপচয় করার পাশাপাশি বিপথগামী হয়ে পড়ছে। এমনটি তাদের অবহেলা ঘটলে পিতা-মাতাই দায়ী হবে। যখন পিতা তার সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা দান ও তার প্রতি যা কিছু ব্যয় করা দরকার তা করার মাধ্যমে তার ওপর ন্যস্ত কর্তব্য পালন করবে, তখন তার সন্তানও পিতা-মাতার প্রতি সদয় আচরণ করবে এবং তার যাবতীয় অধিকারকে সংরক্ষণ করবে।আর পিতা যদি এ ব্যাপারে ত্রুটি করেন তাহলে সন্তানের অবাধ্য হওয়ার আশঙ্কা আছে।

২১.সন্তানদের উপযুক্ত হলে বিয়ে দেওয়া:

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী। [সূরা আন-নূর আয়াত ৩২]

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

তোমরা যে ব্যক্তির দীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট আছ। তোমাদের নিকট সে ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব করলে। তবে তার সাথে বিয়ে দাও।তা যদি না কর তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। [সুনান আত তিরমিজী ১০৮৪]।

সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা মাতা-পিতার অন্যতম দায়িত্ব। মহানবী (সা.) তিনটি কাজ দ্রুত করতে বলে-১. ওয়াক্ত হলে নামাজ পড়া, ২. ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা, ৩. জানাজায় উপস্থিত হলে তা আদায় করা।

২২.সন্তানদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখা:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (৬৬. তাহরীম ০৬)।

২৩. পাপকাজ, অশ্লিলতা, বেহায়াপনা, অপসংস্কৃতি থেকে বিরত রাখা:

সন্তান দুনিয়ার আসার সাথে সাথে শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং বিভিন্নভাবে, ভিন্ন ভিন্ন রুপে, পোশাক-পরিচ্ছেদের মাধ্যমে, বিভিন্ন ফ্যাশনে, বিভিন্ন ডিজাইনে, বিভিন্ন শিক্ষার নামে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করে।তাই পিতা-মাতাকে অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ وَإِن تَعۡفُوا وَتَصۡفَحُوا وَتَغۡفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٤]

হে মুমিনগণ, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর।আর যদি তোমরা মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও। তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। [সূরা তাগাবুন-১৪]

হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ«ِ

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন [সহীহ বুখারী:৫৮৮৫]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ْعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم
..

'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সা-দৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে[সুনান আবু দাউদ:৪০৩১]।

২৩.ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কাজ থেকে বিরত রাখা:

ইসলাম অনুমোদন করে না এমন কাজ থেকে তাদেরকে বিরত না রাখলে এই সন্তানগনই কিয়ামাতে পিতামাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে কুরআনে এসেছে,

[التحريم :٦]يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। [সূরা আত-তাহরীম-৬]

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) [فصلت: ٢٩]

আর কাফিররা বলবে, হে আমাদের রব, জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন।আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নীচে রাখব, যাতে তারা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়[সূরা হা-মীম আসসিজদাহ-২৯]।

২৪.দ্বীনের পথে পরিচালিত করা:

পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব হলো সন্তানদেরকে দ্বীনের পথে, কুরআন-সুন্নাহর পথে পরিচালনা করা, দ্বীনের বিধান পালনের ক্ষেত্রে অভ্যস্ত করে তোলা। কুরআনে এসেছে,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [يوسف: ١٠٨]

'বল, 'এটা আমার পথ।আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই'[সূরা ইউসুফ: ১০৮]

সন্তানকে দ্বীনের পথে পরিচালনার মাধ্যমে সওয়াব অর্জন করার এক বিরাট সুযোগ রয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন,

فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

তোমার মাধ্যমে একজনও যদি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তবে তা হবে তোমার জন্য লালবর্ণের অতি মূল্যবান উট থেকেও উত্তম[সহীহ বুখারী]

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (৩১. লুকমান ১৭)।

২৫.কন্যা সন্তানের জন্য মনক্ষুণ্ন না হওয়া:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾

যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয়। তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরতে থাকে। (সুরা নাহল ৫৮)

২৫.দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা না করা:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, এসো আমি তোমাদের শুনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো। প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারে কাছেও যাবে না। আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন। ন্যায় সংগতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না। তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করবে। (সূরা আনয়াম ১৫১)।

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

দারিদ্যের আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ। (সুরা বনী ইসরাইল ৩১)।

عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِك

’আবদুল্লাহ (ইবনু মাস’ঊদ) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন্ গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য অংশীদার দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, তারপর কোন্ গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে।

আমি আরয করলাম, এরপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা।

[বুখারি ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২; মুসলিম ১/৩৭, হাঃ ৮৬০] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪১১৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪১২২)

২৬.নেককার সন্তানের উপকারিতা:

সন্তানরা পিতা-মাতার মুহাফিজ। আল্লাহ সন্তানাদির দ্বারা পিতা-মাতাকে সাহায্য করে থাকেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন, ‘অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য যুদ্ধের পাল্লা ঘুরিয়ে দিলাম। তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম। এবং তোমাদের করলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ। (সূরা বনি ইসরায়েল, আয়াত : ৬)।

নেককার সন্তান শুধু ইহকালীন সম্পদই নয় বরং পরকালের মহাসম্পদ, পিতা-মাতার নাজাতের ওসিলা, মর্তবা বুলন্দির সোপান। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমান, ‘যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি বিষয় চালু থাকে আর তা হলো- ১. সদকায়ে জারিয়া ২. উপকারী ইলম ৩. নেককার সন্তান যে তার বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করে। (মুসলিম : ১৬৬১, তিরমিজি-১৩৭৫, আবু দাউদ : ২৮৮০, নাসায়ী ৩৬৫১,)।

কেয়ামতের দিন সম্মানের অধিকারী হবেন।

এছাড়া সন্তানাদিকে কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করলে তারা বাবা-মা কেয়ামতের ময়দানে অধিক সম্মানের অধিকারী হবেন। হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত মুয়ায বিন আনাস জুহানি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে। তদনুযায়ী আমল করে তার পিতা-

মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন তাজ পরানো হবে যার আলো সূর্যের অপেক্ষা উজ্জ্বল হবে। তা যদি দুনিয়াতে তোমাদের মাঝে হতো তাহলে কেমন হতো! যে নিজে আমল করেছে তার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা। (আবু দাউদ : ১২৪১)।

তাই প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব হলো, নিজের সন্তানকে উত্তম শিক্ষা ও শিষ্টাচার শিখিয়ে নেক সন্তান হিসাবে গড়ে তোলা। তাহলে ইহকাল ও পরকালে সুখময় জীবন ভাগ্যে জুটবে। আল্লাহতায়ালা আমাদের আমলের তৌফিক দান করুন।

২৬.ইসলামে শিশুদের অধিকার:

ইসলামে শিশুদের অধিকারের মধ্যে রয়েছে তাদের কল্যাণ ও বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের অধিকার। এর মধ্যে রয়েছে, তবে সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের অধিকার, সুপ্রতিষ্ঠিত লালন-পালন, শিক্ষা, উত্তরাধিকার এবং সম্মানএই অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া শিশুদের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে, তাদেরকে সমাজের দায়িত্বশীল এবং অবদানকারী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে।

২৭.অধিকার ও দায়িত্বের ইসলামী কাঠামো:

ইসলামী আইনশাস্ত্র, যা ফিকহ নামেও পরিচিত, একটি জটিল এবং সূক্ষ্ম ব্যবস্থা যা মুসলমানদের জীবন পরিচালনা করে। ফিকহের একটি মূল নীতি হল হুকুক ওয়া ওয়াজিবাত (অধিকার এবং দায়িত্ব) ধারণা। এই নীতি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির উপর জোর দেয়, যাতে সমাজের প্রতিটি সদস্যের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতা উভয়ই থাকে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্কদের মতো শিশুদেরও নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা হিসেবে দেখা হয় না। কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত সহজাত অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামের শিক্ষা পিতামাতাদের কেবল তাদের সন্তানদের শারীরিক চাহিদা পূরণ করতেই উৎসাহিত করে না, বরং তাদের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতাও লালন করতে উৎসাহিত করে। ইসলাম শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য একটি বিস্তৃত কাঠামো প্রদান করে।যখন পিতামাতারা তাদের দায়িত্ব পালন করেন এবং শিশুদের অধিকার সমুন্নত রাখেন, তখন এটি দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন গড়ে তোলে এবং শিশুদের দায়িত্বশীল ও নীতিবান ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত করে। সক্রিয়ভাবে জ্ঞান অর্জন এবং ইসলামিক ভাবে সুস্থ পিতামাতার পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে, আমরা এমন একটি লালন-পালনকারী এবং ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার গড়ে তুলতে পারি যা সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য ইতিবাচক অবদান রাখে।

মনে রাখবেন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কন্যা সন্তান লালন-পালনের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং সে তাদের সাথে উদার আচরণ করে (দয়া করে), তাহলে এই কন্যা সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী ঢাল হিসেবে কাজ করবে।" (আল-বুখারী, হাদিস-৫৫৬৯)।" ইসলামী নীতিমালা অনুসারে সন্তান লালন-পালনে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে ।

..

তথ্য সংগ্রহ :

১.https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2020/03/09/883553

২.https://www.somoynews.tv/news/2024-01-23/KtZNPPtL

৩.https://messagebd.net/subjectwise/147

৪.https://at-tahreek.com/article_details/9113

৫.https://blog.deenelife.com/11-duties-of-parents-towards-children/

সমাপ্ত